মুখবন্ধ

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্প অর্বাচীন হলেও তার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রকৃতপক্ষে এর জন্ম হলেও বলিষ্ঠ সাহিত্য-মাধ্যম হিসেবে এই ছোটগল্প শতাধিক বর্ষের মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তনেও মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আধুনিক ব্যস্তজীবনে এর গ্রহণযোগ্যতা অত্যন্ত বেশি -- একথা বলা যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে একুশ শতকের প্রথম দশকেও মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে এবং জীবনচিত্র প্রতিফলনের মাধ্যমে ছোটগল্প হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে জীবনেরই দর্পণ। বিন্দুতে সিন্ধু-দর্শন ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে প্রচলিত আছে, সেই কারণে ছোটগল্প পাঠককে যথার্থভাবে ভাবিত করতে পারে। তার ইঙ্গিতময়তা পাঠকের মনে দীর্ঘব্যাপ্ত ভাবনার রেশ রেখে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন চল্লিশের দশকে সাহিত্যক্ষেত্রে ছোটগল্পের হাত ধরে আবির্ভূত হন কথাসাহিত্যিক বিমল কর। রবীন্দ্রনাথের হাতে সৃষ্ট হয়ে বহু লেখকের হাত ধরে এগোতে এগোতে ছোটগল্প তখন পরিপূর্ণ। মানব জীবনের অনুভববেদ্য জগতের চিত্র রূপায়ণে আধুনিক লেখকেরা তখন কবিতা ও উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। মানুষের ব্যক্তিজীবন সমাজজীবন তথা তার আর্থিক, রাজনৈতিক অবস্থান, দেশীয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সব কিছু প্রকাশের মধ্য দিয়ে তখন ছোটগল্প পরিপূর্ণভাবে জীবন-আলেখ্য রূপে পরিগণিত। বিমল কর এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ব্যক্তি মানুষের প্রকৃত পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে। তিনি মানুষের জীবনকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে, অনুভব করেছেন তাদের চিন্তার শরিক হয়ে। অকারণ কল্পনাবিলাসের পথ ছেড়ে দিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে মানবের অন্তরজগতে প্রবেশ করে খুঁজে এনেছেন নানা অনুভববেদ্য ধারণা। সমালোচনা করে নয়, উপেক্ষা করে নয়। তিনি সহানুভূতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে দেখার চেষ্টা করেছেন। তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে আধুনিক পরিস্থিতিতে মানব জীবনের সর্বাঙ্গ রূপ। সেখানে হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা, প্রত্যাশা-অসহায়তা, সাফল্য-ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠেছে। মৃত্যু ও নিয়তি তাড়িত জীবনে অশেষ যন্ত্রণা ভোগের পরও মানুষ যে আশাবাদী হয়ে উঠতে পারে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। জীবন ভোগের মধ্য দিয়ে জীবন বরণের প্রত্যাশায় তাঁর চরিত্রগুলি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমার গবেষণার প্রথমেই বিশ শতকের দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিত, সমাজচিত্র আলোচনা করেছি। দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পরিস্থিতির প্রভাব মানুষের জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে কেমন ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা তুলে ধরেছি। বিমল করের আবির্ভাব, তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য, তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবন, এবং সর্বোপরি তাঁর জীবন চেতনার বিবর্তন ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার মাধ্যমে তাঁর জীবনচর্যা ও জীবনবীক্ষাই যে তাঁর সাহিত্যে জীবনদর্শন প্রকাশের মাপকাঠি তা ব্যক্ত হয়েছে। চোখে দেখা এবং অনুভব করা জগৎই তাঁর বাস্তববাদী ভাবনার নিরিখে তাঁর সাহিত্যে রূপ পেয়েছে।

তাঁর জীবনদৃষ্টির মধ্য দিয়ে ছোটগল্পে সমাজবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ ফুটে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ঝাড়খণ্ডের মানুষের জীবনচিত্র তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার নিরিখে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পে সমকালীন পরিস্থিতির পাশাপাশি মানবের অন্তরজগতের কথা, তার মনোবিশ্লেষণের স্বরূপসন্ধান করেছেন লেখক। জীবনের মূল্যবোধ কেমন ভাবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়, জীবনের অর্থময়তার সাথে তার কেমন ভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা লেখক তাঁর আত্মানুসন্ধানের মাধ্যমে অঙ্কন করেছেন। বহির্জগতের ঘটমানতার থেকেও অন্তরজগতের ঢেউ ও প্রবাহ যে সর্বাধিক তা মানুষের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে এবং জীবননিষ্ঠ প্রত্যয়ের মাধ্যমে তিনি উপলব্ধি করেছেন। অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে তাঁর গল্পগুলি রচিত হলেও সংখ্যার দিক দিয়ে তা খুব বেশি নয়। প্রায় দেড় শতাধিক গল্পের মধ্যে প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু গল্প নিয়ে তাঁর গল্পকার জীবনের বিভিন্ন সময়কাল ও ভাবনার বৈচিত্র্যকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনায় যেমন বিমল করের জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য খোঁজার প্রয়াস রয়েছে তাঁর মানব জীবনের স্বরূপ সন্ধানের মধ্য দিয়ে, তেমনি গল্পপ্রেমী, গল্প আন্দোলনের এক পুরোহিতের জীবন-অনুসন্ধিৎসা ও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ী মানসিকতা এখানে প্রতিভাত হয়েছে। এই আলোচনায় আরও দেখানোর চেষ্টা করেছি লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তায় তাঁর সমাজদর্শন, প্রেমচেতনা, মানবিক সম্পর্ক, আধ্যাত্মিকতার বৈশিষ্ট্য, ব্রাত্যজীবনচেতনা, দাম্পত্য সমস্যা, নর-নারীর জীবনবোধ, মরমিয়াবাদ, চেতনা প্রবাহ রীতি, লিরিকধর্মিতা, ইঙ্গিতময়তা, প্রতীকধর্মিতা, সংলাপ ব্যবহারের কারুকার্য কেমন ভাবে তাঁর ছোটগল্পে অর্থবহ হয়ে উঠেছে। সর্বোপরি বলা যায় জীবনকে ভালবেসে জীবন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই তাঁর গল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েছে।

বিমল করের ছোটগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে উপলব্ধি করি তাঁর বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে রূপ পেয়েছে। জীবনে বিভিন্ন সময়ের নানা ভাবনা ও উপলব্ধির প্রকাশ ছোটগল্পের পাশাপাশি উপন্যাস গুলিতেও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। কেননা তাঁর জীবনদৃষ্টিকে আরও ব্যাপক ভাবে প্রকাশের জন্য উপন্যাসের আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছি। তাই তাঁর কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় উপন্যাসের আলোচনায় তাঁর জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যকে তুলে ধরেছি। লেখকের ভাবনার সূত্রে উপন্যাস ও ছোটগল্প বহুক্ষেত্রে সমধর্মী হলেও জীবন উপলব্ধির বৈচিত্র্যময় দিক উপন্যাসেও প্রতিভাত হয়েছে। 'দেওয়াল', 'অসময়', 'পূর্ণ অপূর্ণ', 'যদুবংশ' প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালীন পরিস্থিতি ও মানবের প্রকৃত অন্তরসত্তার স্বরূপ যেমন অসাধারণ কৃতিত্বে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি 'খড়কুটো', 'নিমফুলের গন্ধ', 'খোয়াই', 'বেদনাপর্ব', 'ভুবনেশ্বরী' প্রভৃতি উপন্যাসে মানব মনের রহস্যময়তাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন লেখক। মনোবিশ্লেষণের প্রয়াস, সমাজদর্শন, উপেক্ষিত মানুষের স্বরূপ সন্ধান, চেতনাপ্রবাহ রীতি, আধুনিক জীবনের অবক্ষয়, মূল্যবোধের বিপর্যয়, মানুষের জীবনবোধের সদর্থক ভাবনায় প্রত্যাবর্তনের রূপ তাঁর উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠেছে।

এরপর সমকালীন গল্পকারদের সঙ্গে বিমল করের তুলনামূলক আলোচনায় তাঁর স্বকীয় জীবনদৃষ্টির মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছি। সমকালীন গল্পকারদের মধ্যে তাঁরা যদিও বয়সের দিক থেকে অগ্রজ, সমসাময়িক কিংবা অনুজ, তবুও সমকালীন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁরা গল্প রচনা করে তাঁদের জীবনদৃষ্টিকে প্রকাশ করেছিলেন। এই তালিকায় জগদীশ গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি করে গল্পের নিরিখে বিমল করের স্বকীয়তা উপলব্ধি করার প্রচেষ্টা করেছি। এর মাধ্যমে বিমল করের জীবনবাদী প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর গল্পে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যের স্বরূপ সন্ধান করার সুযোগ ঘটেছে।

উপসংহারে বিমল করের ছোটগল্প ও উপন্যাসে জীবনদৃষ্টির বৈচিত্র্যময় দিক সম্পর্কে আমার স্বকীয় মূল্যায়ন প্রকাশ করেছি। ঘটনাবহুল জীবনে নানা মানুষ ও পরিস্থিতির সংস্পর্শে এসে মানব জীবন সম্পর্কে তাঁর যে প্রত্যয় জন্মেছিল তা যেরূপ আঙ্গিক ও ভাবনায় তাঁর গল্পে ও উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে তা ব্যক্ত করেছি। তিনি চরিত্রের মনোলোকে অনুসন্ধানী আলো ফেলে জীবনের অনালোকিত দিকগুলিকে বিশেষ রূপ দিয়েছেন, ব্যক্ত করেছেন জীবনের মূল্যবোধের যথার্থ স্বরূপ।

আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার যুগে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যেও মানব মনের ইতিবাচক প্রত্যয়, জীবনতৃষ্ণা, মানবিকতার অবশেষ-টুকুকেও তিনি যথার্থভাবে সঞ্জীবিত করার চেষ্টা করেছেন, এবং এখানেই তাঁর জীবনদৃষ্টির স্বকীয়তা প্রতিপাদিত হয়েছে।

ছাত্রাবস্থায় বিমল করের কয়েকটি গল্প পাঠ করে যে মুগ্ধতা আসে তারই ফলশ্রুতিতে আমার বিমল করের ছোটগল্প নিয়ে গবেষণার অবতারণা। এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে এসে প্রথমে যে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হই, তা হল তাঁর প্রাপ্ত গল্পের অপ্রতুলতা। বিমল করের সমস্ত গল্পের সন্ধান করে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। লেখকের সল্টলেকের বাড়িতে গিয়েও তাঁর সমস্ত গল্প পাওয়া যায় নি। নিজের রচনার প্রতি উদাসীন লেখক বিমল কর তাঁর সমস্ত গল্প সংরক্ষণ করেন নি। পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায়নি। বহু গ্রন্থাগার ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু গল্প উদ্ধার করতে পেরেছি। তবে এর মধ্যে বেশ কিছু গল্প পৃষ্ঠা ছেঁড়া থাকায় আমি নিজেও তার রচনাকাল সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি। এত আধুনিক কালের লেখক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত গল্প সংরক্ষণ করা হয় নি। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডে প্রকাশিত বিমল করের 'পঞ্চাশটি গল্প', 'উপাখ্যান মালা' এবং মণ্ডল বুক হাউস প্রকাশিত 'বিমল করের বাছাই গল্প' সংকলনগুলি আমার গবেষণার কাজে অত্যন্ত সহায়তা করেছে। এছাড়াও লেখকের 'নির্বাচিত গল্প', 'শেষ বেলার গল্প', 'ময়ূরী', 'সুধাময়', 'বরফসাহেবের মেয়ে', 'জোনাকি' গল্প সংকলনগুলি আমার কাজে এসেছে। আমি আমার সাধ্য অনুযায়ী বিমল করের ছোটগল্পগুলিকে যত বেশি পারি সংগ্রহ করে গবেষণার কাজে বাবহার করেছি। বানান বিধির ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ও সংসদের বানান অভিধানকে অনুসরণ করেছি। উদ্ধৃতির বানান মূলানুগ রাখার জন্য সব জায়গায় বানান-সমতা বজায় থাকেনি। তবুও লেখকের ব্যবহৃত বানান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করেছি।

আমার গবেষণার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎসাহ এবং প্রেরণা দিয়েছেন আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ডঃ সুজিত কুমার পাল। তাঁর সক্রিয় পরামর্শ, সাহায্য ও নির্দেশনা আমার গবেষণার পাথেয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ডঃ অঙ্কুশ ভট্ট, ডঃ নিখিলেশ রায়, ডঃ মঞ্জুলা বেরা, ডঃ রেজাউল করিম, ডঃ সুবোধ যশ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন এবং সুপরামর্শ দিয়েছেন, তাঁদের কাছে আমি ঋণী। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজের বাংলা বিভাগের সহকর্মীরা আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নবীন সাহিত্যিক উল্লাস মল্লিকের

সংগৃহীত বিমল করের কয়েকটি পুরোনো গল্প সংকলন ব্যবহার করতে পেরে আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। লেখক (বিমল কর) পত্নী শ্রীমতী গীতা কর, শ্রীমতী শুভা চৌধুরী (বিমল করের মধ্যমা কন্যা), অনুভা কর চক্রবর্তী (বিমল করের কনিষ্ঠা কন্যা) আমার গবেষণার কাজে বহু তথ্য জ্ঞাপন করে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ডঃ নিতাই বসু, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ লায়েক আলি খান, 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হর্ষ দত্ত, সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুব্রত রুদ্র, সমীর চট্টোপাধ্যায়, এঁদের কাছে আমি প্রেরণা ও পরামর্শ লাভ করেছি। এছাড়া জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), রামমোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র (সন্দীপ দত্ত, কলকাতা), আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ গ্রন্থাগার ও বাংলা বিভাগীয় গ্রন্থাগার, খড়গপুর কলেজ গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজ গ্রন্থাগার, মেদিনীপুর কলেজ গ্রন্থাগার, পূর্বরাগ সংঘ পাঠাগার (রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর), উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কোচবিহার), সাহিত্য সভা গ্রন্থাগার (কোচবিহার), সাদী রাজেন্দ্র নারায়ণ হাইস্কুল গ্রন্থাগার (রামনগর, পূর্ব মেদিনীপুর), ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থাগার (নৈহাটি), জে. পি. ডি. স্যারের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা (কোচবিহার) থেকে প্রয়োজনীয় অধিকাংশ গ্রন্থ সংগ্রহ করে আমি উপকৃত হয়েছি। আমার বাবা, মা, ভাই এবং স্ত্রীর উৎসাহে গবেষণার কাজে ব্রতী হয়েছিলাম। একাজে সফল হলে তাঁরা অত্যন্ত খুশি হবেন। সর্বোপরি বলতে দ্বিধা নেই গবেষণা কাজের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ আমার কাজের ক্লান্তি ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমস্ত ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা অপসারিত করেছে।

পঞ্চানন মণ্ডল

তাং ২৫/৬/০৭

শ্রী পঞ্চানন মণ্ডল

বাংলা বিভাগ

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (সরকারি) কলেজ,

কোচবিহার